আখ সমাচার

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ইক্ষু উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক মাসিক

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ আনিসুল আজম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বর্ষ-১০ সংখ্যা-৫৫ ॥ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. ॥ রবিঃ সানি-জমাঃ আউঃ ১৪৪৪ হিজরী ॥ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

কুশার সমাচার

বর্তমান সময়ে করণীয়, নভেম্বর' ২০২২
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য

(১) আগাম আখের আবাদ নিশ্চিত করুন। শুধু আগাম আখ চাষের মাধ্যমে আখের ফলন শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানো যায়।

(২) বীজতলা, পলিব্যাগে উৎপাদিত ১.৫ থেকে ২ মাস বয়সের আখের চারা এ সময়ে মূল জমিতে রোপন করুন। রোপনের পূর্বে চারার পাতার ২/৩ অংশ অবশ্যই ছেঁটে দিতে হবে।

(৩) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রোপন করা আখের জমিতে আগাছা দমন ও মাটি আলগা করুন।

(৪) ইতোপুর্বে রোপণকৃত আখ ক্ষেতের চারা গজানোর অবস্থা যাচাই করে ফাঁকা স্থান পূরণ করুন।

(৫) বীজতলা বা রোপণকৃত আখের জমিতে সাদা পাতা আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র শিকড়সহ উঠিয়ে ধ্বংস করুন।

(৬) আই-২৯১/৮৭ (কাল-২৮) ও

"আগাম করুন আখের চাষ সুখে থাকুন বারো মাস"

বিএস-৯৬ জাতের পরিবর্তে ঈ-১৬, ঈ-২৬, ঈ-৩২, ঈ-৩৩, ঈ-৩৪, ঈ-৩৭, ঈ-৪০ বিএসআরআই-৪৩ বিএসআরআই-৪৪, বিএসআরআই-৪৫, বিএসআরআই-৪৬ চাষ করুন।

সু-খবর! সু-খবর!! সু-খবর!!!

আখ চাষী ভাইদের জন্য সু-খবর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশ ও জনস্বার্থে ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুম হতে আখের মূল্য নিম্নরূপ বৃদ্ধি করেছেন।

কেন্দ্রের নাম	২০২১-২২ মাড়াই মৌসুমের মূল্য		২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুমের মূল্য	
	প্রতি কুইন্টালের মূল্য (টাকা)	প্রতি ৪০ কেজির মূল্য (টাকা)	প্রতি কুইন্টালের মূল্য (টাকা)	প্রতি ৪০ কেজির মূল্য (টাকা)
মিলস্ গেট	৩৫০.০০	১৪০.০০	৪৫০.০০	১৮০.০০
বাহির কেন্দ্র	৩৩৩.৪০	১৩৭.৩৬	৪৪০.০০	১৭৬.০০

এছাড়া ১৫ জানুয়ারী থেকে প্রতি ১৫ দিন পর পর মোট ৫ (পাঁচ) বার মূল্য বৃদ্ধির হার কুইন্টাল প্রতি ৪.০০ (চার) টাকা ধার্য করা হয়েছে।
তাছাড়া চিনি আহরণের হার ৮% এর অধিক হলে সরকারী নিয়মে পূর্বের ন্যায় প্রিমিয়াম মূল্য প্রদান করা হবে।

এছাড়া বীজ আখের মূল্য সরবরাহ যোগ্য আখের মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য নিম্নরূপ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বীজের শ্রেণী	২০২১-২২ মাড়াই মৌসুম	২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুম
	প্রতি কুইন্টালের জন্য অধিক মূল্য (টাকা)	প্রতি কুইন্টালের জন্য অধিক মূল্য (টাকা)
ফাউন্ডেশন/রেজিষ্টার্ড বীজ আখ	৮.০৪	১০.০০
সার্টিফাইড বীজ আখ	৪.০২	৫.০০

উন্নত প্রযুক্তিতে অধিক জমিতে আখ চাষ করুন।
চিনিকলে অধিক আখ সরবরাহ করে নিজে লাভবান হউন।

প্রচারে ঃ নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ, গোপালপুর, নাটোর।

(৭) আপনার দন্ডায়মান আখের আগাম রোপিত ও মুড়ি আখের জমির আখ আগে মিলে সরবরাহ করুন। এতে আখের ওজন ও রিকোভারী বেশী হবে।

(৮) হাসুয়ার পরিবর্তে কোদাল দ্বারা আখ কর্তন করুন। এতে গাড়ি প্রতি ১মণ আখ বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমিক খরচ কম লাগবে।

আখের পরিপক্কতা এবং আখ কর্তন

মোঃ কাওছার আলী সরকার
ব্যবস্থাপক (সম্প্রসারণ)

আখের পরিপক্কতা ঃ

আখের পরিপক্কতার উপর আখ কর্তন নির্ভরশীল। শুধু যথাযথ পরিপক্ক অবস্থায় ফসল কাটার মাধ্যমেই আখের অধিক ফলন ও অধিক চিনি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়। ফসল কাটার সময় হয়েছে কি না, তা যেমন অন্যান্য ফসলের বেলায় বাহ্যিক অবস্থা দেখে বোঝা যায়, আখের ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি সম্ভব নয়। শিকড় জাতীয় ফসলের বেলায় পাতার অবস্থা উহার পরিপক্কতার সংকেত দেয়। কিন্তু আখের পরিপক্কতা বাহ্যিক অবস্থায় সম্পূর্ণরুপে প্রকাশ পায় না। এদিক থেকে আখ অন্যান্য ফসল থেকে ভিন্ন ধরনের। আখের রসে পর্যাপ্ত চিনির উপস্থিতিই আখের পরিপক্কতা এবং আখ কাটার সঠিক সময় নির্ণয়ের মাপকাঠি।

পরিপক্কতা নির্ণয় ঃ

বাংলাদেশে সাধারণতঃ ১২-১৪ মাস বয়সে আখ পরিপক্কতা অর্জন করে। তবে পূর্ব বর্ণিত বিষয়গুলো আখের পরিপক্কতাকে প্রভাবিত করায় শুধু বয়স পরিপক্কতা নিরুপনের নির্ভরযোগ্য সূচক নয়। যাহোক, নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে সাধারণত ঃ আখের পরিপক্কতা নির্ণয় করা হয়।

(১) আখ গাছে টোকা মারলে ঠন ঠন ধাতব শব্দ

(২) আখের চোঁখ ফুলে উঠা বা উজ্জল হয়ে উঠা

রোপা আখ চাষ ও পদ্ধতিগত মুড়ি আখ চাষে ভর্তুকির পরিমাণ

ভর্তুকির ধরণ	জমির পরিমাণ (একর)	একর প্রতি টাকার পরিমাণ
রোপা পদ্ধতিতে সাথী ফসল	১.০০ একর	৪৪০০/-
রোপা পদ্ধতিতে বীজক্ষেত	১.০০ একর	৩৮০০/-
সাধারণ রোপা আখ চাষ	১.০০ একর	৩৩০০/-
পদ্ধতিগত মুড়ি আখ চাষ	১.০০ একর	২০০০/-

(৩) সমগ্র ফসল হলদে হওয়া
(৪) আখের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়া
(৫) আখে ফুল আসা। (অবশ্য সব জাতের আখে ফুল আসে না)
(৬) আখের আগার দিকে আন্তঃ গিরার দৈর্ঘ্য নীচের অংশের তুলনায় কম হওয়া
(৭) গিরা থেকে আখ ভেঙ্গে পড়া
(৮) আখের কান্ড কেটে আলোতে দেখলে আখের রস থেকে দানাদার চিনি ঝিলিক দেয়া
(৯) হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা ক্ষেতে আখের ব্রিকস নির্ণয়
(১০) পরীক্ষাগারে পোলারিমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে আখে চিনিরপরিমান নিরুপন
(১১) প্যান বয়েলিং টেষ্টের মাধ্যমে আখ ও চিনির উচ্চ অনুপাত পাওয়া। পরীক্ষাগারে বিশ্লেষনের মাধ্যমে সঠিকভাবে আখের পরিপক্কতা নির্ণয় করা যেতে পারে। মাঠে হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটারের সাহায্যেও মোটামুটিভাবে আখের পরিপক্কতা নির্ণয় করা সম্ভব। পরিপক্ক আখের কান্ডের অগ্রভগ, মধ্যভাগ ও গোড়ার রসে মোটামুটিভাবে একই ধরনের ব্রিকস পাওয়া যায়। অপরিপক্ক আখের গোড়ায় বেশী, এবং মধ্যভাগ ও আগায় কম ব্রিকস রিডিং পাওয়া যায়।

বিশেষ ঘোষণাঃ

আখের আগা, ডগা, শিকড়, মাটি মুক্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং আগাম মুড়ি, আগাম রোপিত আখ মিলে আগে সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

পক্ষান্তরে আখ অতিরিক্ত পরিপক্ক হলে গোড়ার তুলনায় আগার দিকে বেশী ব্রিকস রিডিং পাওয়া যায়। দক্ষিন আফ্রিকায় আখের রসে সুক্রোজ পরিমান, পিউরিটি ও রিডিউসিং সুগারের পরিমানের ভিত্তিতে পরিপক্কতা নির্ণয় করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মত দেশে আখের গোড়া ও আগার রসের ব্রিকস এর অনুপাতকে পরিপক্কতা নির্ণয়ের সূচক হিসাবে নেয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, অপরিপক্ক আখের রসের চেয়ে পরিপক্ক আখের রসের মান উন্নত এবং যথাযথ পরিপক্ক অবস্থায় মাড়াই করে বেশী চিনি/গুড় পাওয়া যায়।

আখ কর্তন ঃ

আখ যথাযথ পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে কাটলে বেশী ফলন ও চিনি পাওয়া যায়। একটি চিনিকলের দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা সীমিত এবং ২/৩ মাস ব্যাপী চিনিকলে আখ মাড়াই চলে। একটি চিনিকল এলাকায় ২০-৩০ হাজার আখ চাষীর নিকট থেকে চিনিকলকে আখ সংগ্রহ করতে হয়। তাই সাধারনতঃ আখ ভালভাবে পরিপক্ক হওয়ার পুর্বেই চিনিকলে আখ মাড়াই আরম্ভ করতে হয়। এ সময় পরিপক্ক আখ কাটার ফলে চিনি আহরনের হার (রিকোভারী) কম হয়। আবার আখ মাড়াই মৌসুমের শেষ দিকে অতিরিক্ত পরিপক্ক হাওয়া সত্বেও আখ ক্ষেতে থেকে যায়। এ ধরনের অতিরিক্ত পরিপক্ক আখ থেকেও চিনি আহরনের হার কম হয়। আমাদের দেশে সাধারনতঃ আখের ১০-১২ মাস বয়সে থেকে কাটা আরম্ভ হয় এবং ১৩-১৪ মাস পর্যন্ত আখ কাটা অব্যাহত থাকে

আখ আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, প্রয়োগমাত্রা ও ব্যবহারের সময়/নিয়ম

উপকরন	প্রয়োগমাত্রা/একর	সময়/নিয়ম
১। বীজ	২.৬১ মে.টন	২ (দুই) চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ড সরাসরি নালায় রোপণ। প্রি-জার্মিনেট (হিপ)পদ্ধতিতে এবং দুই চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ড সয়েল বেডে (বেডের সাইজ ৪ ২৪ বর্গফুট) রোপা আখ চাষের জন্য রোপণ।
২। ইউরিয়া	১৪৫ কেজি (১৬১ কেজি মুড়ির জন্য)	১ম দফায় ১/৩ অংশ আখ রোপণের সময়, ২য় দফায় ১/৩ অংশ উপরি হিসেবে মার্চ, এপ্রিল মাসে কুশি গজানোর সময় এবং ৩য় দফায় উপরি হিসেবে গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় ১৫ জুনের মধ্যে।
৩। টিএসপি	১১০ কেজি	সম্পূর্ণ সার ইক্ষু রোপণকালীন সময় নালায় প্রয়োগ।
৪। এমওপি	৯৭ কেজি	১ম দফায় ১/৩ অংশ আখ রোপণের সময়, ২য় দফায় ১/৩ অংশ উপরি হিসেবে মার্চ, এপ্রিল মাসে কুশি গজানোর সময় এবং ৩য় দফায় উপরি হিসেবে গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় ১৫ জুনের মধ্যে।
৫। জিপসাম	৬৭ কেজি	১০০% আখ রোপণকালীন সময় নালায় প্রয়োগ।
৬। জিংক সালফেট	৩ কেজি	১০০% আখ রোপণকালীন সময় নালায় প্রয়োগ।
৭। ঝৈল, লিটার,গো-চুনা,কমপোষ্ট	২০০ কেজি	১০০% আখ রোপণকালীন সময় নালায় প্রয়োগ।
৮। ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের ফিপ্রোনিল ৩জিআর/ওলি ৩জি আর	৬ কেজি	বীজ খন্ডের উপর দিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
৯। কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের এ্যাডভিষ্টিন/নোইন	১০০ গ্রাম	১০০ লিটার পানিতে ১.০০ একর জমির বীজ শোধনের জন্য।
১০। কার্বোফুরান-৫জি	৩২ কেজি	১৬ কেজি মার্চ হতে (১৫ এপ্রিল মাস পর্যন্ত কুশি গজানো সময়) মাসে আখের সারির দুই পাশে মাটির নীচে এবং একইভাবে বাকী ১৬ কেজি দেড় মাস পরে। প্রয়োগের সময় জমিতে অবশ্যই পর্যাপ্ত রস/সেচ দিতে হবে।

"আখে সার, সেচ, যত্ন তিনে মিলে রত্ন"

উপদেষ্টা ঃ মোঃ আসহাব উদ্দিন, ভারঃ মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)
সম্পাদক ঃ মোঃ কাওছার আলী সরকার, ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ)
কার্যকরী সদস্য ঃ মোসাঃ শামীমা পারভীন, ব্যবস্থাপক (বীঃপঃ এন্ড এগ্রো)
ঃ মোঃ গোলাম রব্বানী, উপ-ব্যবস্থাপক (সিপি)
ঃ মোঃ হেদায়েতুল্যা, উপ-ব্যবস্থাপক (ঋণ)

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ এর কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও সজিব প্রিন্টিং প্রেস, গোপালপুর হতে মুদ্রিত